তালগাছের ডোঙা

আমার ছিল

আমার একটা ডোঙা ছিল—
তালগাছের ডোঙা।
'ডোঙা' তোমরা বুঝলে না তো? নৌকো, নৌকো, নৌকো।
হুবহু ঠিক নৌকোও নয়, নৌকোর আত্মীয়।
ডোঙা আমার বড্ড ছিল প্রিয়।

ডোঙা থাকলে খালও থাকে,
আমার ছিল খাল।
আমার বন্ধু ছিল গ্রামের হাত-কাটা রাখাল।
সেই রাখালের সঙ্গী ছিল মাঠের পরে মাঠ।
আদিগন্ত ছিল আমার সমস্ত তল্লাট।

আমার ছিল অফুরন্ত যাওয়া—
সঙ্গী বলতে পোষা পাখির মতন ঝড়ের হাওয়া।

অনেক দূরের রাজ্য থেকে ক্রমশ ধেয়ে আসা
বৃষ্টিধারাও ছিল আমার ছিল।

আমার শুধু মনে পড়ে না
বাঁশিও ছিল কিনা।
চুরি করার ইচ্ছা ছিল
সরস্বতীর বীণা।

ছিল আমার আরো কী-কী, রাখার সাধ্য কী?
সামনে আমার এবার মাধ্যমিক!

যেমন দেখি

তোমরা দেখো খেজুরগাছ,
আমি তো দেখি সিঁড়ি,
সিঁড়ির মাথায় স্পষ্ট জলের কলস—
পা ধুতে হয়, হাত ধুতে হয়, মুখ ধুতে হয়, অলস,
পাতায় ছাওয়া ঘরে ঢোকবার আগে।

তোমরা দেখো বটের ছায়া,
আমি তো দেখি পিঁড়ি,
আদর করে পেতেছে কেউ গাঁয়ে,
ধুলোয় হাঁটি, বাতাস কাটি, দূরকে ভাঙি পায়ে—
ওই তো স্নেহ লেগেছে পিঁড়ির দাগে।

তোমরা দেখো মেঘের দল,
আমি তো দেখি ইয়া
গালপাট্টা, পাগড়ি-মাথায় রাজার প্রহরীরা
সারাটা দিন পাহারা দেয় পান্না চুনি হীরা
কিংবা ঝিমোয় পাহারা দেবার ছলে।

তোমরা দেখো সবুজ ডাব,
আমি তো দেখি ঘটি
বহু দূরের কোন পাহাড়ের ঝরনার জল-ভরা,
পথিক, যখন তৃষ্ণা পাবে ঢাকনাটিকে সরা—
ঝরনার ঘ্রাণ, ঝরনার গান জলে।

প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯১